তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোন!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভালো, তারা ইসলামেও ভালো; যদি দ্বীনী জ্ঞান শিখে।

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হল যে, ‘হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?’
তিনি বললেন, “তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।” অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।’ তিনি বললেন, “তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।” তাঁরা বললেন, ‘এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোন!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী
যুগে ভালো, তারা ইসলামেও ভালো; যদি দ্বীনী জ্ঞান শিখে।” [সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

বংশ, মূল ও গোড়ার দিক বিবেচনায় সম্মানিত ব্যক্তি হলো যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে সম্মানি। তবে শর্ত হলো যখন তারা দীন সম্পর্কে জানবে। যেমন, বনু হাশেম সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ যে তারা ইসলামের কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানি। তবে শর্ত হলো তারা আল্লাহর দীন ব্যাপারে জ্ঞাত এবং দীনের বিধানাবলী জানতে হবে। যদি দীনের বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান না থাকে তবে বংশীয় মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবে না। যদিও সে উচ্চ বংশের এবং আরবদের মধ্যে বংশীয় ও শিকড়ের দিক দিয়ে অনেক উচ্চ হয়ে থাকে। সে আল্লাহর নিকট সম্মানি কোন ব্যক্তি নন এবং সে কোন উত্তম ব্যক্তিও নন। সুতরাং মানুষ তার বংশের কারণে সম্মানের অধিকারী হবেন। তবে শর্ত হলো তার কাছে দীনের জ্ঞান থাকতে হবে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/3069